গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাজেট অনুবিভাগ-১, শাখা- ৬

নং অম/অবি/বা-৬/০৯৩৮-৬২০১(১)/০৬/৮৭১ তারিখঃ- ২৮/১০/২০০৭ ইং১৪/১২/০৯

বিষয়ঃ- চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উত্তরাধীকারীর নিকট অথবা সম্পূর্ণ মানসিক প্রতিবন্ধী বা পঙ্গু হয়ে অবসর গ্রহণকারী দুর্দশাগ্রস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে অনাদায়ী এবং সহজে আদায়যোগ্য নয় এমন গৃহ নির্মাণ, গৃহ মেরামত, মোটরকার, মটরসাইকেল, বাই-সাইকেল এবং কম্পিউটার ঋণের অপরিশোধিত অংশ, সুদ বা দন্ড সুদ মওকুফ সংক্রান্ত সংশোধিত নীতিমালা ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে অর্থ বিভাগ কর্তৃক বিগত ০৯/০৭/০২ ইং তারিখে অম/অবি/বা-২/০৯৩৮-৬২০১(১৩)/২০০১/৭৮০(১০০) নং স্মারকমূলে জারীকৃত চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী অথবা অক্ষমতা জনিত কারনে অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকার ঋণ ও অগ্রিমের অপরিশোধিত আসল ও সুদ মওকুফ সংক্রান্ত নীতিমালা নির্দেশক্রমে কতিপয় ক্ষেত্রে সংশোধনপূর্বক নিম্নরূপ জারী করা হলো ঃ

নীতিমালাঃ

ক) ঋণ গ্রহীতা সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে অথবা অক্ষমতা জনিত কারণে অবসর গ্রহণ করলে গৃহীত ঋণের অপরিশোধিত আসল ও সুদ মওকুফের বিষয় বিবেচনাযোগ্য হবে । এক্ষেত্রে অবসর প্রস্তুতি ছুটি কালও (এলপিআর) এক্ষেত্রে চাকুরীকাল হিসেবে গণ্য হবে ।

খ) ঋণ গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রাপ্য পেনশন বিষয়াদি মৃত্যুর পূর্বে নিষ্পত্তি হয়ে থাকলে তাদের ক্ষেত্রে মওকুফের প্রস্তাব বিবেচনাযোগ্য হবে না ।

গ) আবেদনপত্রসমূহে এককালীন প্রাপ্য গ্র্যাচুইটি পরিশোধ করা হয়েছে কিনা উল্লেখপূর্বক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মূখ্য হিসাব রক্ষন কর্মকর্তার সুপারিশসহ প্রেরণ করতে হবে ।

ঘ) চাকুরীরত অবস্থায় কোন সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী দায়দেনাগ্রস্থ নিঃস্ব পরিবার পরিজন রেখে মৃত্যুবরণ করলে অথবা সম্পূর্ণ মানসিক প্রতিবন্ধি বা পঙ্গু হয়ে অবসর গ্রহণ করলে তাদের ক্ষেত্রে প্রাপ্য সরকারী সুবিধাদি বিবেচনাক্রমে সুদ ও আসল মওকুফযোগ্য হবে ।

ঙ) দুস্থ/অসহায় পরিবার পরিজন রেখে চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী/অক্ষমতাজনিত কারণে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর ক্ষেত্রে অপরিশোধিত সুদ সম্পূর্ণ মওকুফযোগ্য হবে ।

চ) সুদ ও আসল মওকুফের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হলো ঃ

১।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	সভাপতি
২।	যুগ্ম-সচিব (বাজেট)	সদস্য
৩।	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)	সদস্য
৪।	মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৫।	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৬।	উপ-সচিব (বাজেট-২)	সদস্য
৭।	সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট-৬)	সদস্য সচিব

ছ) সুদ ও আসল মওকুফের হিসাব একটি রেজিষ্টারে রাখতে হবে । কোন অর্থ বছরে মওকুফের পরিমাণ বাজেটে বরাদ্দকৃত অঙ্কের অতিরিক্ত হবে না । কমিটি প্রতি মাসে একটি সভা করবে ।

জ) আসল মওকুফের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসৃত হবেঃ

১। সরকার থেকে প্রাপ্য এককালীন আর্থিক সুবিধাদি মোট ৬.৭৫ লক্ষ টাকা বা তদুর্ধ হলে (ঘ) তে উল্লেখিত অবস্থা ব্যতীত সাধারণভাবে আসল মওকুফ বিবেচনায় আনা হবে না;

২। অপরিশোধিত ঋণের পরিমান অবসরজনিত এককালীন প্রাপ্যের অর্ধেক বা বেশী হলে সম্পূর্ণ আসল মওকুফের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে । অপরিশোধিত ঋনের পরিমাণ অবসরজনিত এককালীন প্রাপ্যের অর্ধেকের কম হলে মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্য সংখ্যা, ছেলে-মেয়েদের বয়স, লেখাপড়া ও আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক কমিটি আসল মওকুফের সিদ্ধান্ত নিবে ।

স্বাক্ষরিত/-
(মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম চৌধুরী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন- ৭১৬৮৩০৬

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি শাখা-১।

নং-অম/অবি/বিধি-১/৩ পি-২০/৯৫/১০৩ তারিখ-২৩শে জুলাই/২০০১খ্রীঃ।

বিষয় : <u>বিধবা স্ত্রীগণের আজীবন পেনশন প্রাপ্তি সংক্রান্ত।</u>

সূত্র : অর্থ বিভাগের স্মারক নং-অম/অবি/বিধি-১/৩ পি-২০/৯৫/৯৩(২০০০)।

যে সকল বিধবা স্ত্রীগণের পারিবারিক পেনশন ভোগের মেয়াদ ০১/০৬/১৯৯৪ তারিখের পূর্বে সমাপ্ত হয়েছে তাঁদের আজীবন পেনশন প্রদানের সুযোগ সূত্রোস্থ স্মারকে প্রদান করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ সুযোগটি অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অবারিত থাকলে অপব্যবহারের প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে।

২। বিষয়টি পর্যালোচনান্তে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ০১/০৬/১৯৯৪ তারিখের পূর্বে তৎকালীন প্রচলিত বিধান অনুযায়ী যে সকল বিধবা স্ত্রীদের পারিবারিক পেনশন ভোগের সময়সীমা (১৫ বৎসর) উত্তীর্ণ হয়েছে এবং তাদের মধ্যে যারা এখনও পর্যন্ত সূত্রোস্থ স্মারক অনুযায়ী আজীবন পেনশন প্রাপ্তির জন্যে আবেদন করেননি, আগামী ৩১/০৭/২০০১ তারিখের পর তাঁদের তার পারিবারিক পেনশনের জন্য আবেদন করার সুযোগ থাকবে না এবং উক্ত তারিখের পর এ ধরনের আবেদনের ক্ষেত্রে পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর করাও যাবে না।

৩। সূত্রোস্থ স্মারকখানি এ মর্মে সংশোধিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

স্বাক্ষরিত/
(মোঃ সামসুজ্জোহা)
যুগ্ম সচিব(বাস্তবায়ন ও প্রবি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-১।

স্মারক নং-স্বঃমঃ (প্রশা-১)-বিবিধ-৯/২০০০-৭১৪ তারিখ-০৮/০৮/২০০১খ্রীঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্যে প্রেরণ করা হলোঃ -

১। আই, জি প্রিজন্স (সকল অধিদপ্তর/দপ্তর প্রধান)
২। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব-----(প্রশাসনিক শাখা), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। হিসাব শাখা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ-০৮/০৮/২০০১খ্রীঃ।
(নাদিরা তাবাস্সুম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

চলমান -২

(বাংলাদেশ সরকার গেজেটে প্রকাশের জন্য)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি-১ শাখা
www.mof.gov.bd

নং- ০৭.০০.০০০০.১৭১.১৩.০২৭.১৩-১৬০

তারিখঃ ২৩-১২-২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ
০৯-০৯-১৪২০ বঙ্গাব্দ

প্রজ্ঞাপন

পেনশন সুবিধার আওতাভুক্ত অবসর গ্রহণকারী চাকুরে কিংবা মৃত্যুবরণকারী চাকুরের পরিবারের জন্য বিধি মোতাবেক প্রাপ্য আনুতোষিকের হার নিম্নরূপভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হলো ঃ

(ক) বাধ্যতামূলকভাবে সমর্পিত (Surrendered) আনুতোষিকঃ অবসর গ্রহণকারী চাকুরে কিংবা মৃত্যুবরণকারী চাকুরের পরিবার বিধি মোতাবেক বাধ্যতামূলকভাবে সমর্পিত (Surrendered) অর্ধেক (৫০%) গ্রস পেনশনের প্রতি ১(এক) টাকার বিপরীতে নিম্নোক্ত ছকের ৪র্থ কলামে বর্ণিত হারে আনুতোষিক প্রাপ্য হবেনঃ

ক্রমিক নং	পেনশনযোগ্য চাকরিকাল	আনুতোষিকের হার (টাকায়)	
		বিদ্যমান	পুনঃনির্ধারিত
১	২	৩	৪
১	১০ বছর বা ততোধিক কিন্তু ১৫ বছরের কম	২৩০ টাকা	২৬০ টাকা
২	১৫ বছর বা ততোধিক কিন্তু ২০ বছরের কম	২১৫ টাকা	২৪৫ টাকা
৩	২০ বছর বা ততোধিক	২০০ টাকা	২৩০ টাকা

(খ) স্বেচ্ছায় সমর্পিত (Surrendered) অবশিষ্ট আনুতোষিক ঃ গ্রস পেনশনের অবশিষ্ট অর্ধেক (৫০%) একসাথে সমর্পণকারী অবসরভোগীগণ কলাম-৪ এ বর্ণিত হারের অর্ধেক হারে আনুতোষিক প্রাপ্য হবেন।

০২। বর্ণিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, আদেশ, স্মারক ইত্যাদি উপরোক্ত মর্মে সংশোধিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

০৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ ০১-১২-২০১৩ খ্রি. তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

২৮.১২.২০১৩
(এ.এফ. আমিন চৌধুরী)
যুগ্ম-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ অধিশাখা

নং-৪৪.০০.০০০০.০১৯.১৯.০০২.১২- ৭০/২(৭১)

তারিখঃ ২৬/০১/২০১৪

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'ল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

কারা মহাপরিদর্শক
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা

১। ....(সকল অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধান)।
২। অতিরিক্ত সচিব..........(সকল), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্মসচিব..........(সকল), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৪। উপসচিব/উপপ্রধান..........(সকল), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৫। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৬। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৭। সিনিয়র সহকারী সচিব/ সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান..........(সকল), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৮। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৯। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

২৬/০১/১৪
(সুরাইয়া পারভীন শেলী)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৪৫২৯

D:\Document\E Folder\ENDORSE A2-1.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি শাখা-১।

নং-অম/অবি/বিধি-১/৩ পি-২০/৯৫/১০৩ তারিখ-২৩শে জুলাই/২০০১খ্রীঃ।

বিষয় : বিধবা স্ত্রীগণের আজীবন পেনশন প্রাপ্তি সংক্রান্ত।

সূত্র : অর্থ বিভাগের স্মারক নং-অম/অবি/বিধি-১/৩ পি-২০/৯৫/৯৩(২০০০)।

যে সকল বিধবা স্ত্রীগণের পারিবারিক পেনশন ভোগের মেয়াদ ০১/০৬/১৯৯৪ তারিখের পূর্বে সমাপ্ত হয়েছে তাঁদের আজীবন পেনশন প্রদানের সুযোগ সূত্রোক্ত স্মারকে প্রদান করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ সুযোগটি অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অবারিত থাকলে অপব্যবহারের প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে।

২। বিষয়টি পর্যালোচনান্তে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, ০১/০৬/১৯৯৪ তারিখের পূর্বে তৎকালীন প্রচলিত বিধান অনুযায়ী যে সকল বিধবা স্ত্রীদের পারিবারিক পেনশন ভোগের সময়সীমা (১৫ বৎসর) উত্তীর্ণ হয়েছে এবং তাদের মধ্যে যারা এখনও পর্যন্ত সূত্রোক্ত স্মারক অনুযায়ী আজীবন পেনশন প্রাপ্তির জন্যে আবেদন করেননি, আগামী ৩১/০৭/২০০১ তারিখের পর তাঁদের তার পারিবারিক পেনশনের জন্য আবেদন করার সুযোগ থাকবে না এবং উক্ত তারিখের পর এ ধরনের আবেদনের ক্ষেত্রে পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর করাও যাবে না।

৩। সূত্রোক্ত স্মারকখানি এ মর্মে সংশোধিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

স্বাক্ষরিত/
(মোঃ সামসুজ্জোহা)
যুগ্ম সচিব(বাস্তবায়ন ও প্রবি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-১।

স্মারক নং-স্বঃমঃ (প্রশা-১)-বিবিধ-৯/২০০০-৭১৪ তারিখ-০৮/০৮/২০০১খ্রীঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্যে প্রেরণ করা হলোঃ -

১। আই, জি প্রিজন্স (সকল অধিদপ্তর/দপ্তর প্রধান)
২। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব------(প্রশাসনিক শাখা), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। হিসাব শাখা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ-০৮/০৮/২০০১খ্রীঃ।
(নাদিরা তাবাসসুম)
সিনিয়র সহকারী সচিব

চলমান -২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি শাখা-১

নং-অম/প্রবি/বিধি-১/৩পি-২০/৯৫/৯৩(২০০০)

তারিখ : ৩০-০৯-১৯-৯৫ ইং।
১৫-০৬-১৪০২ বাং।

[illegible]

বিষয়ঃ- বেসামরিক সরকারী চাকুরেদের পেনশন মঞ্জুরী সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি/পদ্ধতি সহজীকরণ স্মারকের ৩.০৫ উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধবা স্ত্রীর আজীবন পেনশন প্রাপ্যতা প্রসংগে।

সূত্রঃ- অর্থ বিভাগের স্মারক নম্বর অম/অবি/বিধি/পেনশন/৩পি-২৬/৯৪/১৭ তাং ১-৬-৯৪ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে বিধবা স্ত্রীর আজীবন পেনশন প্রাপ্যতা সম্পর্কে পরীক্ষাক্রমে সরকার নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন :

অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত ০১-০৬-৯৪ইং তারিখের বেসামরিক সরকারী চাকুরেদের পেনশন মঞ্জুরী সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি/পদ্ধতি সহজীকরণের অম/অবি/বিধি/পেনশন/৩পি-২৬/৯৪/১৭ নম্বর স্মারকের ৩.০৫ উপ-অনুচ্ছেদে যাহাই থাকুক না কেন উহা এতদ্বারা সংশোধিত বিবেচনায় পেনশন ভোগের মেয়াদকাল ও হার নির্বিশেষে বিধবা স্ত্রী পূণবিবাহ না করিলে ০১-০৬-৯৪ইং তারিখ হইতে পূর্ণহারে আজীবন পেনশন প্রাপ্য হইবেন।

স্বাক্ষর/-
মোঃ আনোয়ার উদ্দিন
উপ-সচিব (প্রবিধি)
ফোন- ৮৬ ২৯ ৩১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা।

নং পেনশন-১/৯৪-স্বঃমঃ(প্রঃ)/৭৩৯

তারিখঃ- ১৩-১১-৯৫ইং।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল :-

১। অধিদপ্তর/দপ্তর প্রধান কারা পরিদর্শক।

••••••

স্বাঃ-
(রেবেকা সুলতানা)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

নং পিডি/পিএন-৮/৯২/১৬৮২ (১০)

তারিখঃ- ২৩ নভেম্বর/১৯৯৫ইং
অগ্রহায়ণ/১৪০২বাং

অনুলিপি অবগতি, অনুবর্তন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য প্রেরণ করা হইলঃ-

১) উপ-মহা কারা পরিদর্শক, সকল বিভাগ।
২) উপ-মহা কারা পরিদর্শক, সকল কেন্দ্রীয় কারাগার।
৩) তত্ত্বাবধায়ক, সকল জেলা/উপ/থানা কারাগার।
৪) ভারপ্রাপ্ত সহকারী, কারা অধিদপ্তরের সকল শাখা।
৫) গার্ড ফাইল/অতিরিক্ত কপি।

(সৈয়দ মুদেব্বর রহমান)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা,
পক্ষে মহা কারা পরিদর্শক
বাংলাদেশ, ঢাকা।
ফোন- ২৩৫৩৭৩ (দপ্তর)।

কে, সি, মজুমদার
তাং ২৬-১১-৯৫ইং।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, সংস্থাপন বিভাগ, বিধি শাখা-৪।

নং সংবিঃ(বিধি-৪)/১-সার-১/৭৫-১৩০ তাং ২০-৬-৭৫।

১৯৭৪ সালের সরকারী কর্মচারী (অবসর গ্রহণ) আইন (১৯৭৪ সালের ১২ নং আইন) এর ৯ ধারার (২) উপ-ধারার বিধান মতে কোন সরকারী কর্মচারীর চাকুরী পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে সরকার, যে কোন সময় কোন কারণ না দর্শাইয়া চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করাইতে পারেন।

এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে যে সরকার ব্যতীত অন্য কোন অধস্তন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কোন সরকারী কর্মচারীর পঁচিশ বৎসর চাকুরী পূর্ণ হইলে তাঁহাকে উক্ত ক্ষমতাবলে অবসর গ্রহণ করাইতে পারেন কিনা।

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে উক্ত ৯ ধারার (২) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা সরকার ব্যতীত অন্য কোন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষই প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

যদি কোন অধস্তন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষই কোন সংগত কারণে মনে করেন যে উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্মচারীর পঁচিশ বৎসর চাকুরী পূর্ণ হইবার পর তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করানো উচিৎ তাহা হইলে সেই কর্তৃপক্ষ [illegible] মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে সেই মর্মে প্রস্তাব করিবেন এবং সরকার সেই প্রস্তাব মন্ত্রী পর্যায়ে বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

উক্ত ৯ ধারার (২) উপ-ধারার ক্ষমতাবলে অবসর গ্রহণ করাইবার আদেশ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের অনুমোদন লইয়া ন্যূনপক্ষে যুগ্ম-সচিবের পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন অফিসারের স্বাক্ষরে জারী করিতে হইবে।

গেজেটেড কর্মচারীদিগকে অবসর গ্রহণ করানোর বিষয় সংস্থাপন বিভাগের মারফতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁহার সদয় অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে। অন্যান্য কর্মচারীদিগকে অবসর গ্রহণ করানো হইলে সেই তথ্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির অবগতির জন্য পেশ করিতে হইবে।

উপরোক্ত নির্দেশাবলী সমস্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন সরকারী, আধা-সরকারী এবং সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বাক্ষর/- (মাহবুবুর রহমান)
সচিব
সংস্থাপন বিভাগ।

নং সংবিঃ(বিধি-৪)১ সার-১/৭৫-১৩০(৫০০) তাং ২৩-৬-৭৫।

অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি মহা কারা পরিদর্শকের নিকট পাঠানো হইল।

স্বাক্ষর/-(আ, ম, জামান) শাখা প্রধান
সংস্থাপন বিভাগ।

স্মারক নং ৭৬০(৪)/সি, এল-৬/৭৪ তাং

অনুলিপি সদয় [illegible], কেন্দ্রীয় কারাগারের উপমহা কারা পরিদর্শকের অবগতির জন্য পাঠানো হইল।

([illegible] আঃ চৌধুরী)
প্রশাসনিক অফিসার
কারা পরিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ,
প্রবিধি অনুবিভাগ,
প্রবিধি শাখা-১।
www.mof.gov.bd

২৩ চৈত্র, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

নং-অম/অবি/ প্রবি-১/চাঃ বিঃ-৩/২০১০ (অংশ-৩)/৬২ তারিখ ঃ ------------------------------।

০৬ এপ্রিল, ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

প্রজ্ঞাপণ

Public Servants (Retirement) Act, 1974 এর 4 ও 7 ধারার মধ্যে সামঞ্জস্যতা আনয়নের লক্ষ্যে 7 ধারায় সংশোধনী আনয়নপূর্বক অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি (Leave Preparatory to Retirement) কে অবসর-উত্তর ছুটি (Post Retirement Leave) দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়। মূলতঃ LPR সংক্রান্ত বিধি বিধানের কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অবসর-উত্তর ছুটি মঞ্জুরের ক্ষেত্রে যাতে কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয় সে জন্যে বিষয়টি স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ নির্দেশনা জারি করা হলো ঃ-

(ক) আইনের 4 ও 4A ধারার অধীনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৫৭ বা ৫৯ বছর পূর্তির দিনটি সংশ্লিষ্ট গণ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অবসর গ্রহণের দিন হিসেবে গণ্য হবে। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (পার্ট-১) এর বিধি ৭৯ এর বিধানমতে উক্ত দিনটি অকর্ম দিবস (নন-ওয়ার্কিং ডে) হিসেবে গণ্য হবে এবং উক্ত দিন হতে অবসর গ্রহণ কার্যকর হবে। তবে ছুটি পাওনা সাপেক্ষে অবসর গ্রহণের জন্য নির্ধারিত উক্ত দিনটির পরবর্তী দিন হতে সর্বোচ্চ ১ বছর পর্যন্ত একজন গণ কর্মকর্তা/কর্মচারী অবসর-উত্তর ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

(খ) এ ক্ষেত্রে গণ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিকালীন সময়ের প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত অন্যান্য সকল নির্দেশনা পূর্বের ন্যায় অবসর উত্তর ছুটিকালীন সময়েও বহাল থাকবে।

২। এ নির্দেশনা ১৩/১২/২০০৯ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

৩। এ আদেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সরকারী আদেশ পরিবর্তন হয়েছে বলে গণ্য হবে।

স্বাক্ষরিত/-
০৬/৪/১০
(ড. মোহাম্মদ তারেক)
অর্থ সচিব

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্হ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২ ।

নং-স্বাঃঅধিঃ /মেঃবোর্ড/৯৮/২৭৮৭ তারিখঃ-১৪/৫/৯৮ ইং ।

প্রতি,

কারা উপ-মহা পরিদর্শক,
ঢাকা বিভাগ,
সদর দপ্তর,
ঢাকা ।

বিষয়ঃ- টাংগাইল জেলা কারাগারের কারারক্ষী নং ০১৪৬৬ মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়াজী এর চাকুরী হইতে অক্ষমতাজনিত কারনে অবসর গ্রহন প্রসংগে ।

সূত্রঃ- নং-ইটি-৩০/৯৮/৬৪১, তারিখ ২-৪-৯৮ ইং ।

উপরোক্ত বিষয় ও সুত্র মোতাবেক জানানো যাইতেছে যে, বিভিন্ন জেলার সিভিল সার্জনগনকে তাঁহাদের এলাকাধীন সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইনভেলিড পেনশন/ছুটি এবং চাকুরী সংক্রান্ত ব্যাপারে মেডিকেল বোর্ডের মাধ্যমে স্বাস্হ্য পরীক্ষা করার জন্য অত্র অধিদপ্তরের স্মারক নং স্বাঃঅধিঃ/ষ্ট্যান্ডিং মেঃ বোর্ড/৯৬/১৫(৬৪)), তাং৪-১-৯৬ ইং (সংযুক্ত) মোতাবেক দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে । সেমতে সিভিল সার্জন, টাংগাইল কর্তৃক প্রদত্ত টাংগাইল জেলা কারাগারের কারারক্ষী মোঃ রফিকুল ইসলাম মিয়াজী এর স্বাস্হ্য পরীক্ষার প্রতিবেদনটি চুড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে ।

ইহা আপনার অবগতির জন্য প্রেরিত হইল ।

স্বাক্ষর/
(ডাঃ মনীন্দ্র চৌধুরী)
পরিচালক(হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ)
মহা পরিচালকের পক্ষে-
স্বাস্হ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা ।

সংযুক্ত ঃ- ১ (এক) পাতা ।